মেরী থেকে মারইয়াম

সত্য পথের অনুসন্ধানে ছুটে চলা সত্যান্বেষী ভাই ও বোনদের জন্য বইটি ফ্রি।

মূল্য: ১৮০/-
(একশত আশি)
টাকা

সংকলক: ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ | www.marsus.com.bd

শরয়ী সম্পাদনা: মাও. শামীম আশরাফ | মুফতি মুজিবুল ইসলাম

গ্রন্থসূত্র: ১. খ্রিষ্টান ভাইদের প্রতি জিজ্ঞাসা, মুফতি যুবায়ের আহমদ
২. বাইবেল
৩. বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল, ড. জাকির নায়েক
৪. ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাদৃশ্য, ড. জাকির নায়েক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে এবং বইটির কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করার শর্তে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবেন। এছাড়াও, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বইটির যেকোনো পৃষ্ঠা বা সম্পূর্ণ বই পিডিএফ, স্ক্যান, বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা: রাইসুল ইসলাম

উলামায়ে কেরামের পরামর্শে এই বইয়ের ছবিগুলো চোখ, নাক ও মুখ মুছে দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো "শুধু" শিক্ষার্থীদের দাওয়াত শেখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অনলাইন পরিবেশক

Taqwaah Shop: 01762316867 | Jazabor.com: 01601-350363 | Rokomari.com

ISBN Number:
978-984-36-0492-7

১। সম্বোধন ০৩

২। খ্রিষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য ০৩

৩। ক্রুশবিদ্ধ ০৫

৪। খ্রিষ্ট ধর্ম ও পৌল ধর্ম ০৭

৫। ট্রিনিটি ০৮

৬। খ্রিষ্টানদের বিভাজন ১০

৭। যীশু খ্রিষ্ট মুসলিম ছিলেন ১২

৮। তাওহীদ ১৫

৯। শিরক ১৭

১০। রিসালাত ১৯

১১। ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন ২১

১২। ঈসা (আ.) ক্রুশ ধ্বংস করবেন ২৩

১৩। বাইবেল, ইঞ্জিল শরীফ নয় ২৪

১৪। আদি পাপ ২৭

১৫। যীশু শুধু ইসরাঈলবাসীর জন্য ইসলাম পুরো পৃথিবীর জন্য ২৮

১৬। বাইবেলের পরীক্ষা ৩০

১৭। বড়দিন বা ক্রিসমাস ৩১

১৮। হ্যালোইন ৩৩

১৯। হাজার হাজার খ্রিষ্টানের ইসলাম গ্রহন ৩৪

২০। আখিরাত ৩৮

২১। ইসলাম গ্রহণ ৩৯

২। খ্রিষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য

আয়শা: বোন! আমরা খ্রিষ্টান-মুসলিম একই বাবা-মা, আদম ও হাওয়ার সন্তান। আমাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আমাদের মাঝে একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমরা কোনো খ্রিষ্টান দেখলে তার থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করি। আবার অনেক খ্রিষ্টান আছেন কোনো মুসলমানকে দেখলে তার থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। আসলে এমনটি ঠিক নয়। কেননা আমার কপালে লেখা নেই আমি মুসলিম, তোমার কপালেও লেখা নেই তুমি খ্রিষ্টান। আমার শরীর কাটলে লাল রক্ত বের হয়, তোমার শরীর কাটলেও লাল রক্তই বের হয়। আমার এবং তোমার সৃষ্টির মাঝে যেহেতু কোনো পার্থক্য নেই, তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় আমার এবং তোমার সৃষ্টিকর্তার মাঝেও কোনো পার্থক্য নেই। সেই সৃষ্টিকর্তা একজন।

মেরী: তাই? তাহলে কি তোমরা যীশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বর হিসেবে মানো?
আয়শা: না বোন, রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ কীভাবে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে, বল? আমরা কি চাইলেই আমাদের মত কোনো মানুষকে সৃষ্টি করতে পারি? সমাজে শান্তি এনে দিতে পারি?

না, তা পারিনা। তাহলে যীশু খ্রিষ্টকে তোমরা কী হিসেবে মানো?

যীশু খ্রিষ্টকে আমরা মানি আল্লাহর একজন নবি ও রাসুল হিসেবে। আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য বহু সংখ্যক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। এরমধ্যে নবী ও রাসুলের সংখ্যা অগণিত। তবে প্রসিদ্ধ ও প্রধান রাসূল চারজন। মানুষকে পথ দেখানোর জন্য রাসুলদের উপরে বড় বড় আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। এই কিতাবগুলো সংবিধানের মত। এক এক জন রাসুল আসার পর আগের রাসুলের শরীয়ত বা সংবিধান আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। যেমন মুসা (আ.) যখন আসলেন, তাঁকে যারা অনুসরণ করতো তারা বনী ইসরাইল। কিন্তু যখন ঈসা (আ.) আসলেন তখন সবাইকে ঈসা (আ.) কেই মেনে চলতে হবে। ঠিক মুহাম্মাদ (সা.) এর সংবিধান ছিল সর্বশেষ সংবিধান। মুহাম্মাদ (সা.) আসার পর আর কোনো নবির শরীয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। চারজন রাসুল এবং তাঁদের উপরে নাযিলকৃত কিতাবসমূহ হলো:

১. মুসা (আ.)-তাওরাত; অনুসারীরা পরবর্তীতে মূল ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদি হয়ে গেছে।

২. দাউদ (আ.)- যাবুর।

৩. ঈসা (আ.)- ইঞ্জিল; অনুসারীরা পরবর্তী মূল ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.) কে সম্বোধন করে যীশু নামে এবং তারা ইঞ্জিলের পরিবর্তিত রূপ দিয়েছে বাইবেল।

৪. সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (সা.)- কুরআন; মুহাম্মাদ (সা.) আসার পরে অন্য সকল ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে।

যে ব্যক্তি যীশু খ্রিষ্টকে নবি ও আল্লাহর রাসুল হিসেবে মানে না সে আকিদাগতভাবে অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক থেকে একজন মুসলিম হতে পারে না।

বাহ! তোমাদের ধর্মের সাথে তো খ্রিষ্টধর্মের অনেক মিল!!

৩। ক্রুশবিদ্ধ

আচ্ছা তাহলে যীশু যে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এটা কি তোমরা বিশ্বাস কর?

না, খ্রিষ্টানদের এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল; আমি তোমাকে এখন সঠিক ঘটনাটি বর্ণনা করছি।

যীশু খ্রিষ্টের ১২ জন শিষ্য বা হাওয়ারী ছিলেন।

সেই বারো জন হাওয়ারী হলেন: ১. পিতর (সেন্ট পিটার) ২. আন্দ্রিয় ৩.যাকোব (যোহনের ভাই) ৪. যোহন ৫. ফিলিপ ৬. বর্থলময় ৭. থোমা ৮. মথি ৯. আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব ১০. থদ্দেয় ১১. শিমোন ১২. যিহূদা (ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা)।

আল্লাহ ঈসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আগে জানিয়ে দিলেন, "অচিরেই তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।" এতে ঈসা (আ.) চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন তিনি তার সঙ্গী তথা বারো জন হাওয়ারীকে রাতের বেলায় দাওয়াত দিলেন এবং নিজ হাতে সবাইকে খাওয়া-দাওয়া করালেন।

এরপর সবাইকে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া পিছিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করতে চাইলেন। কিন্তু দোয়ার সময় সমস্ত হাওয়ারী ঘুমিয়ে পড়লেন। তাই আর দোয়া করতে পারলেন না। তিনি কিছু ভবিষ্যৎবাণী করলেন। "আমি তোমাদেরকে একটি সত্য কথা বলছি- তোমাদের মধ্যে একজন আজ মোরগ ডাক দেওয়ার পূর্বে আমার সাথে তিনবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তোমাদের মধ্যে একজন সামান্য কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে শত্রুদের কাছে আমার সন্ধান বলে দেবে এবং আমার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ভক্ষণ করবে।" এরপর সবাই যার যার কাজে চলে গেলেন।

এদিকে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কারণে ইয়াহুদীরা ঈসা (আ.) কে হত্যার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা "শিমোন" নামক এক হাওয়ারীকে ধরে বললো, তুমি ঈসার শিষ্য। কিন্তু সে তিনবার অস্বীকার করে। সকাল হওয়ার পর জনৈক হাওয়ারী যিহূদা ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে বললো, "আমি যদি তোমাদেরকে ঈসার সন্ধান দিই, তাহলে তোমরা আমাকে কী পুরস্কার দেবে?"

ইয়াহুদীরা তাকে ত্রিশটি দিরহাম দিলো, বিনিময়ে সে তাদের নিকট তাঁর সন্ধান বলে দিলো। কিন্তু এর পূর্বেই আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তার চেহারাকে ঈসা (আ.) এর চেহারার মত বানিয়ে দিলেন। ফলে তারা ঈসা (আ.) এর পরিবর্তে ঐ হাওয়ারী যিহূদাকে ধরে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করলো। ক্রুশের উপরে লাশ সাত দিন পর্যন্ত ছিল। অন্যদিকে আল্লাহ ঈসা (আ.) কে আসমানে তুলে নিলেন।

এর পরের দিন ইহুদীরা লক্ষ্য করলো তাদের পরিচিত যিহূদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা বুঝতে পারলো, হযরত ঈসা (আ.) কে তারা হত্যা করতে পারেনি বরং ঈসা (আ.) এর একজন শিষ্য যিহূদাকেই তারা হত্যা করে ফেলেছে।

সত্যিই তো বিষয়গুলো আমি কিছুই জানতাম না

অন্যদিকে বাইবেলের কোথাও বলা নেই ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তাছাড়া যদি ঈসাকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তাহলে তখন যিহুদাকে কেন পাওয়া যাচ্ছিল না?

যদি যীশুকে সত্যিই ক্রুশে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এটি একটি বড় প্রশ্ন তৈরি করে। খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুযায়ী, যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের অংশ। যদি তাই হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের অংশকে হত্যা করতে পারে? এটি যুক্তিযুক্ত নয় যে, ঈশ্বর নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না। এমন দুর্বল ঈশ্বর যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে কীভাবে অন্যদের মুক্তি দেবে? এতো অনেকটা সেই হিন্দুদের দূর্গা বিসর্জনের মত হয়ে গেল।

পুরো বিষয়টাকেই পরিষ্কার করেছে কুরআনে সূরা নিসার ১৫৭ নম্বর আয়াতে: আর আমরা আল্লাহর রাসুল মারইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে, যিহূদাকে) তার সদৃশ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

৪। খ্রিষ্ট ধর্ম ও পৌল ধর্ম:

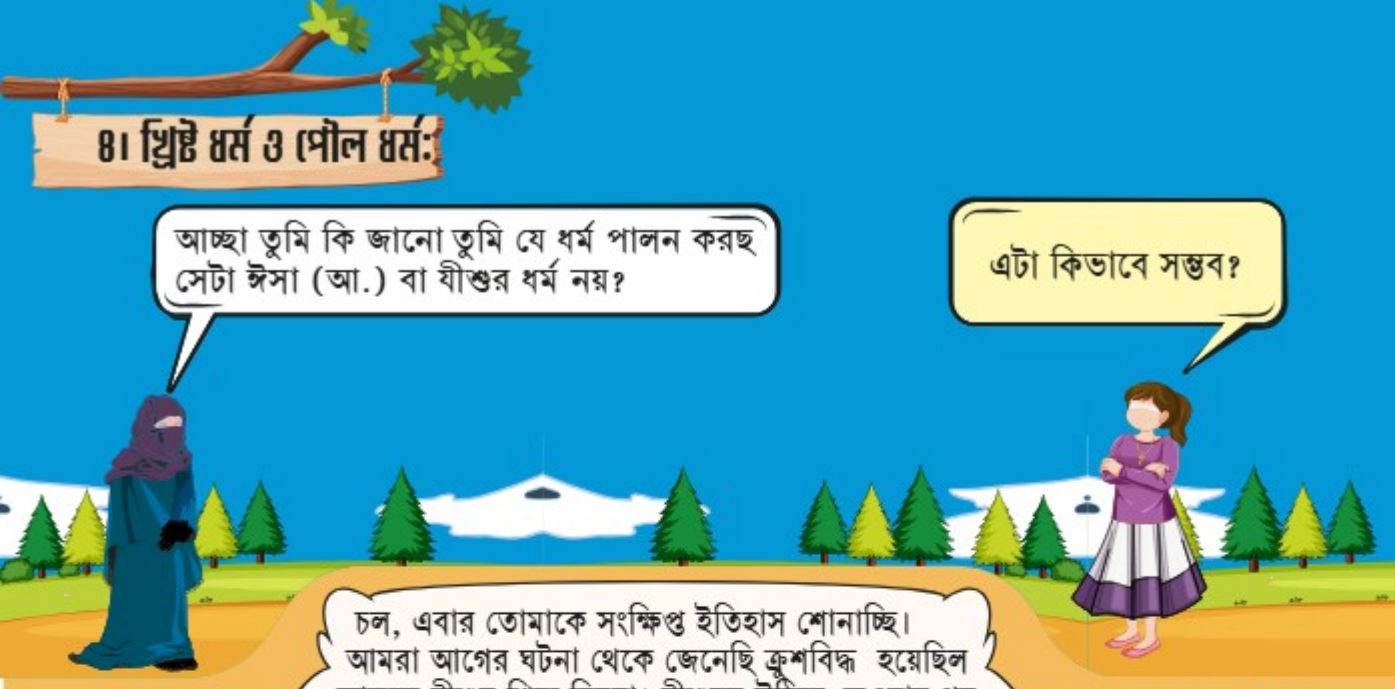

চল, এবার তোমাকে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনাচ্ছি। আমরা আগের ঘটনা থেকে জেনেছি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল আসলে যীশুর শিষ্য যিহূদা। যীশুকে উঠিয়ে নেওয়ার পর আর যিহূদাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার পর ১২ জনের পরিবর্তে যে ১১ জন বাকি ছিল তারা সত্য ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। কিন্তু ইয়াহুদিরা শত্রুতাবশত, শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত সত্য ধর্মকে সমূলে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে।

এদের মধ্যে প্রধান এবং অন্যতম ছিল ইয়াহুদি শৌল। সেও ছিল যীশু ও তার শিষ্যদের শত্রু, তাঁর ধর্মমতের ঘোর বিরোধী। বিশেষ করে যীশুর উর্ধ্বে আরোহনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বিতর্কিত করার জন্য সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের উপর ভীষণ নির্যাতন চালায়।

কিন্তু শৌল হঠাৎ বুঝতে পারে যীশুর শিষ্যদের এভাবে নির্যাতন করে দমন করা যাবে না। ফলে সে মুনাফিকি বা কপটতার আশ্রয় নেয়। সে হঠাৎ তার ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিষ্টধর্মে যোগ দেওয়ার ভান করে এবং নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম রাখে "পৌল"। অন্যদিকে ঐ যে যিহূদা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর ১২ জন শিষ্য একজন কমে ১১ জন হয়ে গিয়েছিল, এ সময়ে যিহূদার শুন্য পদটি পূর্ণ করার অজুহাত পাওয়া গেল। এই ১১ জনের সাথে নিজের নামকে যুক্ত করে সে হয়ে গেল ১২তম জন। (লুক ২২:৩০ , মথি ১০:১-৪; লুক ৬:১৩-১৬)

এতদিন শত্রু হিসেবে থেকে যে কাজ করতে পারেনি এবার বন্ধু সেজে তা করে ফেলতে পারল। পুরো খ্রিষ্টান ধর্মকে সে নিজের মন মতো বানিয়ে ফেলল। প্রতিটি বিধি বিধান তার নিজের মতো করে পরিবর্তন করে ফেলল।

সুতরাং সেটা মূলত আর যীশুর ধর্ম থাকল না বরং হয়ে গেল পৌলের ধর্ম। এ বিষয়টি কার্ডিনাল ড্যানিয়েল সহ অনেক খ্রিষ্টান গবেষক আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, যীশুর চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত যীশুর খ্রিষ্টধর্ম ও পৌলের খ্রিষ্টধর্মের মাঝে প্রচুর বিবাদ ও সংঘর্ষ চলছিল। অতঃপর যীশুর ধর্ম বিলীন হয়ে পৌলের ধর্ম বিজয়ী হয়।

এমনকি পৌল স্পষ্টভাবে বলেছে যে সে কারোর শিক্ষায় নয় বরং নিজের থেকে ইঞ্জিল রচনা করেছে। (তিমথিও ২/৮, গালাতিও ১/১১,১২)

যীশু খ্রিষ্ট ও পৌলের মূল শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী?

যীশুর শিক্ষা- "শরীয়ত বা ধর্মপালন সামান্য লঙ্ঘন করলে জান্নাত মিলবে না" (মথি ৫/১৭-২০, ৭/২৪,১৯/১৬, লুক ১৮/১৮)

পৌলের শিক্ষা- "বিশ্বাসেই মুক্তি, ধর্ম বা শরীয়ত পালনকারী অভিশপ্ত" (গালাতিও ২/১৬, রোমিও ১০/১০,৩/২৮)

বোন, এসব থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি বর্তমানের খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে মূল খ্রিষ্টধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং বর্তমান খ্রিষ্টানদের ধর্ম হলো পৌলের ধর্ম।

৫। ট্রিনিটি

বোন তুমি কি ট্রিনিটি সম্পর্কে জানো?

জি অবশ্যই। ট্রিনিটি হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

বোন, তুমি তো খোদার তিন সত্তায় বিশ্বাস কর, আচ্ছা বল তো, ১+১+১ = ৩ হলে, ট্রিনিটিতে ১+১+১ = ১ কিভাবে হয়?

বোন, ট্রিনিটি মানে হচ্ছে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিন সত্ত্বা মিলে এক।

আমি তোমার কাছে ট্রিনিটি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরছি।
ট্রিনিটি অনুযায়ী 'পিতা' বলা হয়েছে আল্লাহকে। যীশুকে বলা হয়েছে খোদার পুত্র। ঈসা (আ.) এর মা মারইয়াম (আ.) কে খোদার মাতা এবং পবিত্র আত্মা বলা হয়েছে ঈশ্বরের আত্মা বা যিনি ঈশ্বরের বার্তাকে পৌঁছে দেন। যাকে আমাদের ফেরেশতাও বলা যেতে পারে। অন্যদিকে তোমাদের ধর্মে পবিত্র আত্মা বোঝানোর জন্য কবুতরের আকৃতি ব্যবহার করা হয়। তবে বাইবেলের কোথাও পাবে না যে, যীশু নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছেন বা যীশুকে উপাসনা করতে বলা হয়েছে। মূলত এই শিক্ষা হলো পৌলের শিক্ষা।

ত্রিত্ববাদ একটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। যদি ঈশ্বর তিন ব্যক্তি হন, তাহলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কী? তারা কি একে অপরের উপর নির্ভরশীল? যদি তারা সমান হন, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

খ্রিষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী, তিনজনের একজন ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে সাধারণ মানুষ। তবে কি ঈশ্বর অসম্পূর্ণ?

ত্রিত্ববাদের ধারণাটি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিত ছিল না এবং প্রায় তিনশত বছর পর এই ভ্রান্ত ধারণাটি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

আর খ্রিষ্টানদেরই অন্যতম একটি গ্রুপ প্রোটেস্ট্যান্ট, যাদের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ৯২ কোটি, তাদের অধিকাংশই ত্রিত্ববাদকে বিশ্বাস করে না।

পুরো বিষয়টাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছে কুরআনের সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াত।

"হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়াম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রাসুলগণকে মান্য কর। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, এ কথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

৬। খ্রিষ্টানদের বিভাজন:

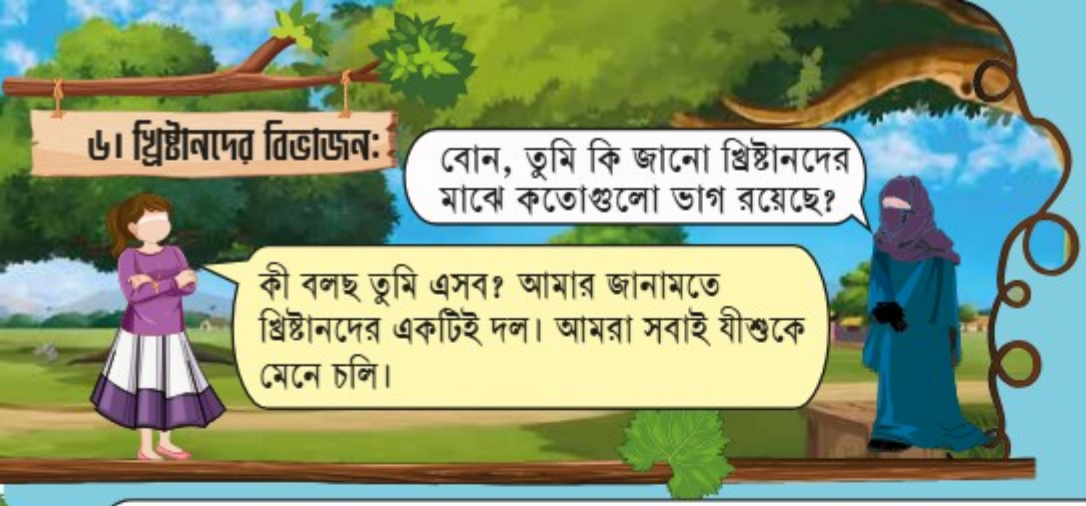

জি না, বোন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদল মিলে শত শত ভাগ রয়েছে। কেউ যীশু ও মেরীর মূর্তিপূজা করে । কেউ এটার ঘোর বিরোধিতা করে। তোমাকে এবার খ্রিষ্টানদের মূল তিনটি দল সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। খ্রিষ্টানরা মৌলিকভাবে প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত।

১. রোমান ক্যাথলিক: বর্তমানে মোট অনুসারী প্রায় ১৩০ কোটি।
২. অর্থোডক্স বা গোঁড়া বা মৌলবাদী: মোট অনুসারী প্রায় ৩৫ কোটি।
৩. প্রোটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী: মোট অনুসারী প্রায় ৯২ কোটি।

১. ক্যাথলিক খ্রিষ্টান: এদের সূচনা হয় ইটালির রাজধানী রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে। যীশুর ১২ জন শিষ্যের যিহূদার জায়গায় জোর করে পরিচয় দেওয়া ইহুদি মুনাফিক শিষ্য ছিল সেন্ট পৌল। পৌলকে ক্যাথলিক চার্চের প্রথম পোপ বলে মনে করা হয়। পৌলের পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকেই তৈরী হয় পোপ (যার ইংরেজী ফাদার)। ভ্যাটিকান সিটির পোপই সারা বিশ্বের ক্যাথলিকদের জন্য একজন একক নেতা এবং তার সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বের সব ক্যাথলিক চার্চের জন্য বাধ্যতামূলক। ক্যাথলিকরা যীশু ও মেরীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করা শুরু করে। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রথম ১০০০ বছর পুরোপুরি পোপের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

২. অর্থোডক্স বা গোঁড়া:
এরপর ভ্যাটিকানের পোপদের এই সকল ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্মকে নিজের মতো বানিয়ে নেয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়ে জন্ম হয় অর্থোডক্স বা গোঁড়া দলের। এরা মনে করে শুধু ভ্যাটিকানের পোপ নয় বরং সকল চার্চের প্রধানরা সমান অধিকার রাখে। এরাও মূর্তি পূজা করে তবে তা শুধু প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, ক্ষমতার উৎস হিসেবে নয়।

৩. প্রোটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী:
পরবর্তীতে, পোপের ক্ষমতা এবং ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম বিকৃতি বিশেষ করে যীশু-মেরীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করা ইত্যাদি নিয়ে অসন্তোষের কারণে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তারা মনে করে বাইবেল সমস্ত ক্ষমতার উৎস, পোপরা নয়। এরা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে না। এরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিবেচনা করে না। এরা মূর্তিপূজা করে না।

এগুলো সম্পর্কে তো কিছুই জানতাম না, বোন।

তাহলে আশা করি তুমি এতোটুকু বুঝতে পেরেছ যে, বর্তমান খ্রিষ্টানরা যে ধর্ম পালন করছে এটা মূলত যীশুর ধর্ম নয়। বরং পোপদের নিজেদের তৈরি নিজস্ব ধর্ম। ঠিক যেমনটা করেছে হিন্দুরা। হিন্দু রাজা-বাদশাহ, ব্রাহ্মণরা হিন্দু ধর্মকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে।
খ্রিষ্টানদের মাঝে ভাগগুলো সম্পর্ক বিস্তারিত জানার জন্য:

ঈসা (আ.) -এর অনুসারীরা পরবর্তীতে হয়ে যায় খ্রিষ্টান

মূসা (আ.) -এর অনুসারীরা পরবর্তীতে হয়ে যায় ইয়াহুদি

১২ জন শিষ্য
১. পিতর, ২. আন্দ্রিয়, ৩.যাকোব(যোহনের ভাই), ৪. যোহন ৫. ফিলিপ, ৬. বর্থলময়, ৭. থোমা, ৮. মথি, ৯. আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, ১০. থদ্দেয়, ১১. শিমোন, ১২. যিহূদা

১২. তম
১২. যিহূদা
এখানেই মূল খ্রিষ্ট ধর্ম শেষ হয়ে যায়

ইয়াহুদি মুনাফিক শৌল যে নাম পরিবর্তন করে হয়ে যায়
সেন্ট পৌল

১২. সেন্ট পৌল
এখান থেকেই শুরু হয় পৌলের ধর্ম

সেন্ট পৌলের নতুন ধর্ম

সেন্ট পৌলের বংশধর পোপ

ক্যাথলিক: যীশু, মেরীর মূর্তি পূজা করে।
সারা বিশ্বে একজন পোপ সবার নেতা।

অর্থোডক্স বা গোঁড়া বা মৌলবাদী:
যীশু, মেরীর মূর্তি পূজা করে।
প্রতিটা চার্চের প্রধানই সমান ক্ষমতা রাখে।

প্রোটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী:
যীশু, মেরীর মূর্তি পূজা করে না।
পোপ নয়, বাইবেলই সকল ক্ষমতার উৎস
কিছু বিষয় মূল খ্রিষ্টানদের সাথে মিলে কিন্তু বাইবেলই যেহেতু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাই যীশুর মূল ধর্মের সাথে মেলার সুযোগ নেই।

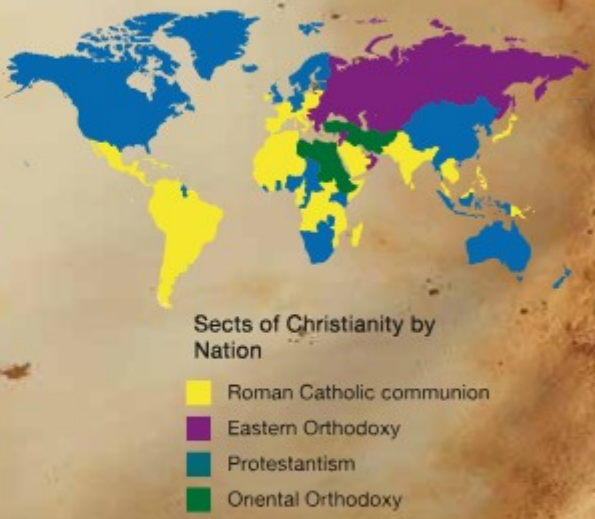

৭। যীশু খ্রিষ্ট মুসলিম ছিলেন

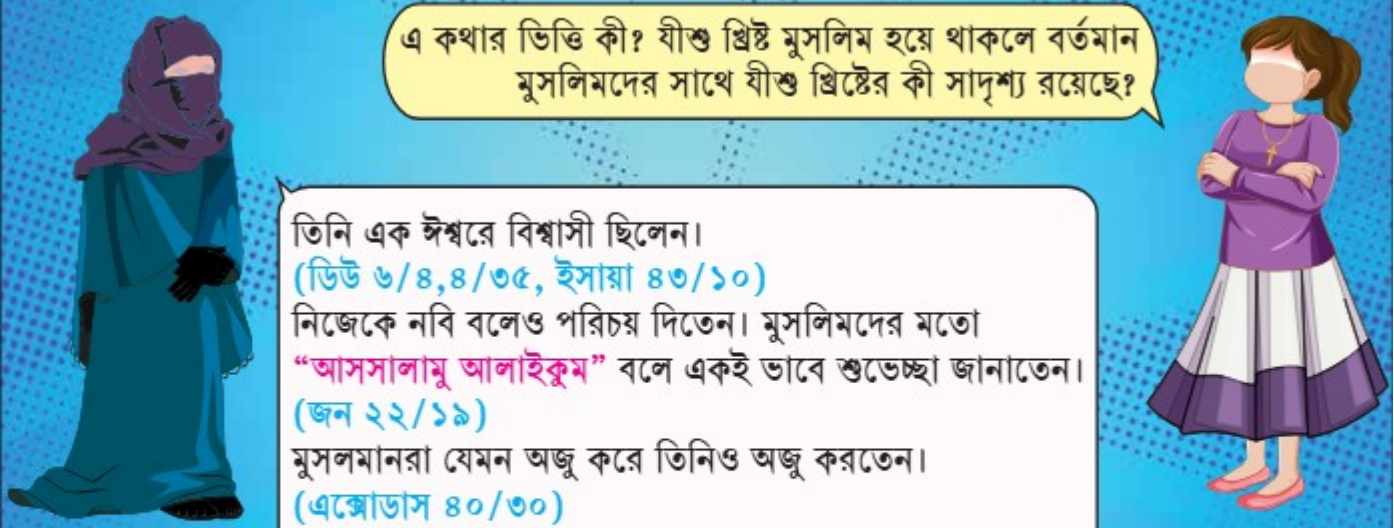

তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন।
(ডিউ ৬/৪,৪/৩৫, ইসায়া ৪৩/১০)
নিজেকে নবি বলেও পরিচয় দিতেন। মুসলিমদের মতো "আসসালামু আলাইকুম" বলে একই ভাবে শুভেচ্ছা জানাতেন।
(জন ২২/১৯)
মুসলমানরা যেমন অজু করে তিনিও অজু করতেন।
(এক্সোডাস ৪০/৩০)
মুসলমানরা যেমন সিজদা করে তিনিও সিজদা করতেন।
(মথি ২৬/৩৯, জশুয়া ৫/১৪, জেনেসিস ১৭/৩)

তাই? যীশু খ্রিষ্টের ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের আর কী কী বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে বলতে পারো?

মুসলিমরা শিরক করে না। খ্রিষ্টধর্মেও শিরক ও মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (হেফ্রডাস ২০/৩-৫, ডিউ; ৫/৭৯)
মুসলিমরা রোজা রাখে। খ্রিষ্টধর্মেও রোজার নির্দেশ রয়েছে।
(মথি ১৭/২১, মার্ক)
যীশু মদ পান করতেন না। তিনি শুকরের মাংস খেতেন না।
(লেভেনডিকাস-১১ ৭-৮, ডিটরনোমি ১৪-৩)
মুসলিমরা মদ পান করে না বা শুকরের মাংস খায় না। কিন্তু অনেক খ্রিষ্টানই মদ পান করে ও শুকরের মাংস খায়।
এছাড়া ৮ম দিনে তার খৎনা করা হয়। (গসপেল অফ লুক-২ ২১)
মুসলিমরা খৎনা করে কিন্তু খ্রিষ্টানরা করে না।
স্বয়ং যীশু ৪০ দিন রোজা রাখেন। সুদ নিষেধ করেন।
(৯/২৯, মথি ৪/২)
এবং সুদ নিষিদ্ধ করার কারণেই ইহুদীরা তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি নেয়। আর ইসলামেও সুদ নিষিদ্ধ।
এছাড়া খ্রিষ্টানদের যে দশ আজ্ঞার কথা বলা হয়, বাইবেলে উল্লিখিত দশ আজ্ঞা হচ্ছে দশটি আইন যা মূসা (আ.) ইসরাঈল জাতি মিসর থেকে যাত্রা করার পর তাদের দিয়েছিলেন। এগুলোর সবগুলোই ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কথা।
১) 'আমার জায়গায় কোনো দেব-দেবতা দাঁড় করাবে না।'
(যাত্রাপুস্তক ২০:৩ পদ)
২) 'পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোনো মূর্তি তৈরি করবে না।'
(যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬ পদ)
৩) 'কোনো বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর-সদাপ্রভুর নাম নেবে না। যে তা করবে সদাপ্রভু তাকে শাস্তি দেবেন।' (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ পদ)
৪) 'সপ্তাহের ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে কিন্তু সপ্তম দিনটা হলো তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিন।'
৫) 'তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে।'
(যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)
৬) 'খুন করো না।' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদ)
৭) 'ব্যভিচার করো না।' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদ)
৮) 'চুরি করো না।' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫ পদ)
৯) 'কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬ পদ)
১০) 'অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু, গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ করো না।' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭ পদ)

আশ্চর্য! এগুলো আমি কিছুই জানতাম না।
শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনে যেখানে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম চার বার এসেছে, সেখানে ঈসা (আ.)-এর (যীশু খ্রিষ্ট) নাম এসেছে ২৫ বার। অন্যদিকে, তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.) হলেন একমাত্র মহিলা, যার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে মারইয়ামের জন্য একটি সম্পূর্ণ সূরাও নাযিল হয়েছে। কুরআনে মারইয়ামের নাম মোট ৩৪ বার এসেছে। সেই হিসেবে প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.)-কে খ্রিষ্টানদের তুলনায় আমরা মুসলিমরা বেশি ভালোবাসি।

এগুলো ধর্মগ্রন্থে আছে অথচ এগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এখন তো মনে হচ্ছে প্রকৃত খ্রিষ্টানরা মূলত ইসলাম ধর্ম মেনে চলছে।
হ্যাঁ, একজন খাঁটি খ্রিষ্টানই প্রকৃত মুসলমান। যেহেতু যীশু তাঁর অনুসারীদের একমাত্র আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মানতে বলেছেন। আরও বলে গিয়েছেন আমার পরে যখন মুহাম্মাদ (সা.) আসবে তখন তোমরা তাঁর কথা মেনে চলবে। আমরাও তাই করছি। আমরা এক আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মানি আর মুহাম্মাদ (সা.) কে নবি হিসেবে মানি। বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে বোঝার জন্য এই কোডটি স্ক্যান করা যেতে পারে।

৪। তাওহীদ

বোন, খ্রিষ্টধর্মের ট্রিনিটির বিষয়টি তো তোমার কাছে তুলে ধরলাম। ট্রিনিটি মূলত তিন খোদা মিলে এক খোদা। যেটা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ফেলে। এই বিষয়গুলো সঠিক নয়।

তোমার কথার সপক্ষে কোনো দলিল আছে কি?

জি, বোন অবশ্যই। আমি তোমার কাছে এবার কুরআন এবং বাইবেল দুই জায়গা থেকেই আসল বিষয়টা তুলে ধরছি।
পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ইখলাসে আছে-
'কুল হু-আল্লাহু আহাদ'- বলো, মালিক একজন।
'আল্লাহুস সমাদ'- মালিক কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ'- তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে তিনি জন্ম নেননি।
'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ'- আর তাঁর কোনো সমকক্ষ কিছুই নেই।

এই এক সূরায় একজন মালিক কেমন হবে তাঁর সব দিক তুলে ধরা হয়েছে। মালিকের পুত্র বা সন্তান থাকতে পারে না।
একই কথা বাইবেলে মার্কের ১২:২৯-৩০-এ আছে-
১. যীশু বললেন, 'ইসরাঈলীরা, শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর এক, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।'
বাইবেলে আরও বলা আছে:
২. মার্ক:- ১২: ২৮-৩২- যীশু উত্তর দিলেন, "এটাই প্রধান! শোনো হে ইসরাঈল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু।"
৩. মথি:- ৪:১০- "দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমরা অবশ্যই একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে এবং তাঁরই সেবা করবে।"
৪. ১ম তিমথীয়:- ৬:১৬- "ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায়নি, পাবেও না।"

এছাড়া ঈশ্বর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে:
আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম। লা তা খুজুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস সামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ। মান জাল্লাজি ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইজনিহি, ইয়া লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউ হিতুনা বিশাই ইম মিন ইল মিহি ইল্লা বিমা শা আ, ওয়াসিয়া কুরসি ইউহুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলি ইয়ুল আজিম।
অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছো এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

৯। শিরক

তুমি যদি কোনো গীর্জার ভিতরে প্রবেশ কর তাহলে তথাকথিত যীশু ও মেরীর অনেক মূর্তি দেখতে পাবে। এইসব মূর্তিপূজা কিন্তু প্রথমদিকে খ্রিষ্টানদের মাঝে ছিলোই না। এই বিষয়টি কি জানো?

আমি তো আগে জানতাম খ্রিষ্টধর্মের শুরু থেকেই এই বিষয়গুলো খ্রিষ্টধর্মের মাঝে ছিলো। কেননা, বর্তমানে প্রচলিত গীর্জাগুলোতে তো বেশ কিছু মূর্তি রয়েছে। এগুলোর উৎপত্তি তাহলে কীভাবে হয়েছে?

এই মূর্তির সংস্কৃতি মূলত সেন্ট পৌল ও তাদের বংশধর পোপদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল। "প্রোটেস্ট্যান্ট" নামক খ্রিষ্টানরা যে আন্দোলন করে রোমান ক্যাথলিকদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো এর অন্যতম একটা মৌলিক কারণ ছিল যীশু ও মেরীর মূর্তিপূজা। যেটা বাইবেল বিরোধী।

পবিত্র আল-কুরআনেও কিন্তু খ্রিষ্টানদের এইসব ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে অনেক আয়াত আছে। যেমন-

১. "আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানানোর কাজ করেন না। তিনি পাক ও পবিত্র সত্ত্বা। তিনি যখন কোনো বিষয় ফয়সালা করেন তখন বলেন: হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।" [সূরা মারইয়াম-৩৫]

আরো বলা হয়েছে:

২. "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত অন্যকথা বলো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারইয়ামের নিকট এবং রুহ - তাঁরই কাছ থেকে আগত। এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তাঁর কোনো সন্তান হওয়া থেকে তিনি পুত পবিত্র। [সূরা নিসা-১৭১]

৩. "নিশ্চয়ই তারা কুফরি করেছে, যারা বলেছে, মারইয়াম পুত্র মসীহ-ই খোদা।" [সূরা মায়িদা-১৭]

৪. "তারা কাফের, যারা বলে যে, মারইয়াম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সূরা মায়িদা-৭২]

৫. "নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে: "আল্লাহ তিনের এক।" অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।" [সূরা মায়িদা-৭৩]

আর শিরক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ৭২নং আয়াতে বলেন:

"নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম।"

তোমাদের ধর্মগ্রন্থে দেখছি আমাদের বিষয়েও অনেক কিছু বলা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ধর্মগ্রন্থে কি আদৌ কিছু আছে কিনা জানা প্রয়োজন।
জি, বোন। তোমাদের ধর্মগ্রন্থেও এই বিষয়ে একই কথা বলা আছে। বাইবেলে আছে:
১. বুক অফ ডিওটরনমী অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৭৯, যে, 'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি বানাবে না।' 'উপরের আকাশমণ্ডলি' থেকে, নিচের পৃথিবী থেকে অথবা পৃথিবীর নিচে সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।'
২. একই কথা বাইবেলে যাত্রাপুস্তকের ২২:২০শে আছে- 'সদাপ্রভুকে ছাড়া যদি কেউ কোনো দেবতার কাছে কিছু উৎসর্গ করে তবে তাকেও মেরে ফেলতে হবে।'
তাই! উভয় গ্রন্থে দেখতে পেলাম কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

১০। রিসালাত

শুধু তাই নয় বোন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে শেষ এবং সবার নবি হবেন এ সম্পর্কেও বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইবেলে? কোথায় আছে এমন লেখা?

বিষয়টি তোমার কাছে বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে তুলে ধরছি।

১. বাইবেলে যোহনের ১৬:১২-১৩ তে আছে- যীশু বললেন, 'তোমাদের কাছে আরও অনেক কথা আমার বলার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন।'

স্বয়ং যীশুই মুসলমানদের নবিজি মুহাম্মাদ (সা.) কে অনুসরণ করতে বলে গিয়েছেন।

২. বুক অফ ডিওটোরনমী, অধ্যায় ১৮শ, অনুচ্ছেদ ১৮'শ। যেখানে বলা হয়েছে যে, 'আমি একজন নবিকে পাঠাব তাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে হবে তোমার মতো এবং তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলব, সে আমার নির্দেশেই কাজ করে যাবে।'

৩. বুক অফ আইসায়া, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ২৯,

'এ কিতাব দেয়া হবে তাঁকে যার অক্ষর জ্ঞান নেই। যখন তাঁকে বলা হবে যে 'পড়'। তখন সে বলবে 'আমি তো পড়তে জানি না।'

আমরা জানি যে, প্রথম ওহি যা মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর নাযিল হয়েছিল তা হলো পবিত্র কুরআনে, সূরা ইকরা, আয়াত নং ১। এ আয়াতে উল্লেখ আছে-

অর্থ: "পড়ো তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

নবিজি (সা.) বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আর ঠিক এই কথাটিরই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

৪. বাইবেলের গসপেল অফ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৬, যীশুখ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলছেন যে, 'আমি আমার পিতাকে বলব তোমাদের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক পাঠাতে।'

৫. গসপেল অফ জন, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪, আছে 'যখন আমার পিতা পরামর্শক পাঠাবেন সে আমারই প্রশংসা করবে।'

৬. এরপর উল্লেখ আছে গসপেল অফ জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ৭ আমি তোমাদের সত্য কথা বলি যে, 'এটাই মঙ্গল যদি আমি চলে যাই। যদি আমি না চলে যাই তবে সেই পরামর্শক আসবেন না। তবে আমি চলে গেলে তিনি পৃথিবীতে আসবেন।'

এখন যেই 'পরামর্শক' শব্দটা তোমরা এখনকার বাইবেলে পাবে, তা হলো 'পেরাক্লিটস', যেটা হচ্ছে 'পেরিক্লিটস' শব্দটার অপভ্রংশ। 'পেরিক্লিস' শব্দটার অর্থ যে প্রশংসা করে। যার প্রশংসা করা যায় এ শব্দটার আরবি হলো 'মুহাম্মাদ' আর যে প্রশংসা করে তার অর্থ হলো 'আহাম্মাদ'। আলহামদুলিল্লাহ, এই দুটো নামই মুহাম্মাদ (সা.) এর।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই এতকিছু জানালে, অথচ এর কিছুই আমার আগে স্টাডি করা হয়নি। বিষয়গুলো আসলে কখনো চিন্তা করে দেখিনি।

শুধু তাই নয়, চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে বোন যে আমাদের ও তোমাদের উভয় ধর্মগ্রন্থেই কেন একইভাবে বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াতে বলেন মুহাম্মাদ (সা.) হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান সকল মানুষের নবি।

"বলো, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল।"

কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

১১। ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন

তুমি জানলে অবাক হবে, যাকে তোমরা যীশু খ্রিষ্ট হিসেবে জানো অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) বর্তমানে ৪র্থ আসমানে আছেন।

এটা কোথায় পেলে?

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মিরাজের সময় তাঁর সাথে হযরত ঈসা (আ.) এর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। মুসলমানদের সর্বশেষ খলিফা ইমাম মাহাদীর সময় যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে তখন হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে পুনরাগমন করবেন। তবে তিনি নবী হিসেবে আসবেন না বরং মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মত হিসেবে আসবেন। মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে- হযরত নওয়াস ইবনে সাময়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বলেন- "দাজ্জালের এইসব কর্মকান্ড চলাকালে আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.) কে দুনিয়ায় পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারে ২ জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে সে আর জীবিত থাকতে পারবে না এবং তাঁর নিঃশ্বাসের গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অতঃপর তিনি দাজ্জালের পিছনে ধাওয়া করবেন এবং লূদ এর দ্বারপ্রান্তে দাজ্জাল কে গ্রেফতার করে তাকে হত্যা করবেন।"

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত দাজ্জালের প্রতীকী ছবি

এই লূদ কোথায় অবস্থিত?

লূদ নামক জায়গাটি বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেল আবিব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

লূদ এর লোকেশন

১২। ঈসা (আ.) ক্রুশ ধ্বংস করবেন

বোন, তুমি কি জানো ঈসা (আ.) পৃথিবীতে এসে ক্রুশ ধ্বংস করবেন?

তাই! তিনি আর কী কী করবেন?

হযরত ঈসা (আ.), রাসুল (সা.) এর একজন উম্মত হিসাবে পুনরায় দুনিয়ায় আগমনের পর ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া কর রহিত করবেন।

অতঃপর তিনি কি এ পৃথিবীতেই চিরকাল থেকে যাবেন?

জি না, উনি ৪০ বছর দুনিয়ায় বাঁচবেন। সে সময় এই জগতের সকল লোক মুসলমান হয়ে যাবে। পরিশেষে রাসুল (সা.) এর কবরের পাশে উনার কবর হবে। রাসুল (সা.) এর কবরের পাশে একটি খালি জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। কিয়ামতের ময়দানে তিনি রাসুল (সা.) এর পরপরই উত্থিত হবেন।

এগুলো সবই তো অজানা ছিল!! জানার মতো কতোকিছুই না আছে!

১৩। বাইবেল ইঞ্জিল শরীফ নয়

আচ্ছা, তুমি কি তোমার ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এবং এর ভাগসমূহ সম্পর্কে জানো?

বাইবেলের ভাগসমূহ বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছো?

বর্তমানে যে প্রচলিত বাইবেল পাওয়া যায় তা মূলত ২টি ভাগে বিভক্ত।

১. ওল্ড টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়ম

২. নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়ম ।

ওল্ড টেস্টামেন্ট এ আদম (আ.) থেকে শুরু করে মুসা (আ.) পর্যন্ত কাহিনীগুলি খ্রিষ্টানদের ৪ জন পণ্ডিত সেন্ট ম্যাথিউ, সেন্ট মার্ক, সেন্ট লুক ও সেন্ট জন নিজেদের মতো করে লিখেছেন। তাই

ইহুদীরা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টকে কখনোই তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করেনা। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ হলো তালমুদ। আর বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে ঐ ৪ জন পণ্ডিতই ঈসা (আ.) এর কথাগুলো নিজেদের মতো করে বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই প্রচলিত বাইবেল কখনোই ইসলামের ইঞ্জিল শরীফ নয়।

বাইবেলের মাঝে গ্রহণযোগ্য পুস্তক হলো তাওরাত। এ তাওরাতের দশ আজ্ঞার দুইটি প্রস্তর ফলক মুসা (আ.) নির্দেশে সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো এবং ৭ বছর পর পর তা পাঠ করা হতো (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১০-১১)। আর সে সিন্দুকের পাশেই রাখা ছিল তাওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:২৬)।

বাইবেল বিশ্লেষকদের একটি মত অনুসারে, সংরক্ষণের জন্য পাশে রাখা সে তাওরাত সিন্দুকে রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দশ আজ্ঞার দুইটি প্রস্তর ফলক ছাড়া সিন্দুকটিতে আর কিছুই পাওয়া যায়নি (১ম রাজাবলী ৮:৯)। এভাবে দেখা যায়, পথনির্দেশনার অভাবে ইহুদি জাতি সোলাইমান (আ.) এর রাজত্বের পূর্বেই ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যায় (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২:১১-১৩)।

পূর্ববর্তী কিতাব ও সহীফা সমূহের সংরক্ষণের সঠিক তত্ত্বাবধান না থাকায়, ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও বিকৃতিতে ভরপুর হয়ে যায়, এমনকি পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাবিলন সম্রাট নেবুকাদনেজার (৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং গ্রিক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (১৭৫-১৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ইয়াহুদি ধর্ম, ধর্মস্থান ও ধর্মীয় শাস্ত্র পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন। যার ফলশ্রুতিতে ইহুদিরা মুসা আ. এর তাওরাত বর্তমান পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হননি। আর দ্বিতীয় ভাগ বা নতুন নিয়মের ব্যাপারে তো সবাই একমত যে, এ পুস্তকগুলো ইঞ্জিল নয়। বরং ঈসা আ. এর পরবর্তীতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিবর্গের লিখিত, ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর নবী জীবনী এবং সেন্ট পৌলসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের লেখা চিঠিপত্র ও উপদেশাবলী। আর এগুলোকে ঐশীবাণী দাবি করতে চাইলে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যীশুর পরবর্তীতে নতুন নিয়মের এ সকল অজ্ঞাতনামা লেখকবর্গ ঐশী বার্তাবাহক বা নবী ছিলেন। আর বর্তমান খ্রিস্টানগণ তাদেরই অনুসারী, যীশুর অনুসারী নয় বলে সাব্যস্ত হবেন।

এ ব্যাপারে ধারণা ছিল না। বাইবেলের সাথে তোমাদের ধর্মগ্রন্থের কোনো মিল আছে কি?

কুরআনের সাথে বাইবেলের কিছু কিছু দিকের অনেক মিল আছে। বার্নাবাসের বাইবেল নামক যে বাইবেলটি পাওয়া যায়, অনেক ইসলামিক চিন্তাবিদ এই বাইবেলটিকে ইঞ্জিল শরীফের শতকরা ৮০ ভাগ সমার্থক হিসাবে গণ্য করেন। তবে রোমান ক্যাথলিকদের কাছে আবার এই বার্নাবাসের বাইবেলটা পোপ কর্তৃক নিষিদ্ধ। কারণ কেউ যদি এই বাইবেলকে মেনে চলে তবে পোপদের নিজেদের মনগড়া তৈরি করা ধর্ম আর টিকবে না।

আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় লোগো কী আর মুসলিমদের লোগো কী?

হ্যাঁ। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় লোগো হচ্ছে ক্রুশ। আর মুসলমানদের লোগোতে সাধারণত চাঁদ, তারা, মিনার ইত্যাদি থাকে।

তাহলে তুমিই বলো এই বইটাতে যে লোগোটা ব্যবহার করা হয়েছে মসজিদের গম্বুজ এটা কি মুসলমানদের লোগো না খ্রিষ্টানদের লোগো?

এটা দেখে তো মনে হচ্ছে মুসলমানদের লোগোই ব্যবহার করা হয়েছে।

খ্রিষ্টানরা মূলত মুসলমানদের লোগো ব্যাবহার করে ইঞ্জিলের নামে বাইবেল চালিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়। তুমি কি জানো তোমরা যে বাইবেলকে ইঞ্জিল শরীফ বলছ তার প্রথম অধ্যায়ের নাম কী?

না।

প্রথম অধ্যায়ের নাম হলো ১ম সিপারা। এটা একটা ধোঁকাবাজি। সিপারা ফার্সী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ৩০ তম। কুরআন শরীফের ৩০তম পারাকে সিপারা বোঝায়। অথচ বাইবেলের প্রথম চ্যাপ্টারকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে কপি করে নাম দিয়েছে সিপারা। প্রথম চ্যাপ্টার কীভাবে সিপারা হতে পারে? এটা করা হয়েছে মূলত মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

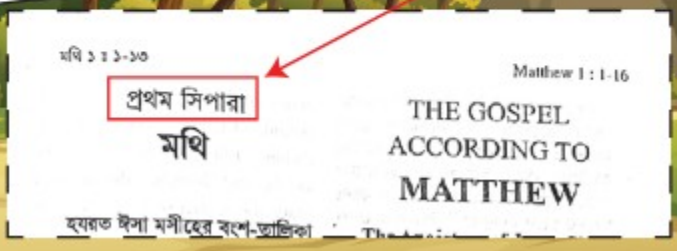

তাইতো।
ভুলে ভরা মানুষের তৈরি বাইবেল। বাইবেলে প্রায় ১০০-এর বেশি ভুল রয়েছে। ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।
যেমন: বাইবেলের দ্বিতীয় রাজাবলী ৮:২৬, দ্বিতীয় বংশাবলী ২১:২০ এবং ২২:১-২ তে আছে:
রাজা জিহোরাম ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তারপর তার কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয় রাজা হন। যখন তিনি রাজা হন, তখন তার বয়স ৪২ বছর।
এর অর্থ দাঁড়ায়, বাবার চেয়ে ছোট ছেলে দুই বছরের বড়। এরকম ভুলে ভরা কথা কি কখনো ঈশ্বরের বাণী হতে পারে?
তাছাড়া তোমাদের প্রতিটি বাইবেল এ ১ম, ২য় বিভিন্ন রকম সংস্করণ রয়েছে। আল্লাহর বাণীর কি কোনো সংস্করণ হতে পারে?
এটি তো সত্যিই চিন্তার বিষয়।
বাইবেলে ঈসা মসীহের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। আচ্ছা, কারো জীবনী কি আল্লাহর বাণী হতে পারে?
না। এটাতো হতে পারে না।

১৪। আদি পাপ

তুমি কি জানো তুমি নিষ্পাপ হয়ে জন্মেও জন্মগতভাবেই একজন পাপী?

এগুলো কী বলছ? আমি আবার কী পাপ করেছি?

আদম ও হাওয়া (আ.) ছিলেন প্রথম পুরুষ ও নারী। উনারা দুইজন জান্নাতেই ছিলেন। কিন্তু শয়তান হাওয়া (আ.) কে দিয়ে একটা নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়। যার ফলে আল্লাহ অখুশি হয়ে যান এবং জান্নাত থেকে আদম ও হাওয়া (আ.) দুই জনকে দুনিয়ার দুই এলাকায় প্রেরণ করেন। এই ঘটনাকেই খ্রিষ্টানদের ধর্মমতে আদি পাপ বলা হয়।

কিন্তু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সবার পক্ষ থেকে এই আদি পাপ আগেই মাফ করিয়ে নিয়েছেন।

বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুল। আমি তোমার কাছে সঠিক ঘটনাটি বর্ণনা করছি। আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়া (আ.) এর এই অনিচ্ছাকৃত ভুল তাঁদের তাওবার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ক্ষমা করে দেওয়ার পরই আল্লাহ দুইজনকে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত করেন। আদম ও হাওয়া (আ.)কে মাফ করে দেওয়ার ঐতিহাসিক জায়গাকে স্মরনীয় করে রাখার জন্যই আল্লাহ ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়াকে হজ্জের ফরজ বিধান করে দিয়েছেন। ঐ দিন যারা হজ্জের জন্য আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হন তাদের দোয়াও আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মতোই কবুল করা হয়।

অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা এটাও বিশ্বাস করে তুমি যত ইচ্ছা পাপ করতে পারবে, কিন্তু জাহান্নামে যাবে না। যদি শুধু এতটুকু বিশ্বাস করতে পার যে তোমার এই পাপের কারণে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তাহলেই তুমি জান্নাতে যাবে! বিষয়টি সম্পূর্ণ অমূলক। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত না থেকেও একজনের পাপ কীভাবে অন্যজন বহন করতে পারে বল তো?

কিন্তু যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণে যদি আমাদের সকলের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় তবে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা এখানেই, মনে কর, আমি তোমার মা-বাবাকে হত্যা করলাম। এই হত্যার জন্য তুমি কি আমার শাস্তি দাবি করবে? কিন্তু যীশু আমার সব পাপ মোচন করে দিয়েছেন। সেই হিসেবে আমি নিষ্পাপ।

এটা কীভাবে সম্ভব?

১৫। যীশু শুধু ইসরাঈলবাসীর জন্য, ইসলাম পুরো পৃথিবীর জন্য

বোন, তুমি যদি বাইবেলে বিশ্বাস কর তবে তুমি বাংলাদেশে থাকতে পারবে না।

কেন?

যীশু তাঁর নিজের মুখেই বলেছেন যে, 'আমি এ পৃথিবীতে এসেছি শুধু ইসরাঈলবাসীদের পথ দেখানোর জন্যে।' (গসপেল অফ মেথিও, অধ্যায় নং ১৫, অনুচ্ছেদ-২৪'শ)
তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন শুধু ইহুদিদের জন্যে অর্থাৎ ইসরাঈলবাসীদের জন্যে, পুরো মানবজাতির জন্য নয়।
এছাড়াও আরও উল্লেখ আছে:
মথি ১৫:২৪ এ বলা হয়েছে: "ইসরাঈলকুলের হারানো মেষ (ইয়াহুদিদের) ছাড়া আর কারো নিকটে আমি প্রেরিত হইনি।"
মথি ১০:৫-৬ এ বলা হয়েছে: "অতএব তোমরা "অ-ইয়াহুদিদের "বা "শমরীয়দের কোনো গ্রামে যেও না, বরং ইসরাঈল জাতির হারানো মেষদের নিকটে যেও।"
সেই হিসেবে তুমি যদি যীশুকে বিশ্বাস কর তবে তোমাকে চলে যেতে হবে ইসরাঈলে। বাংলাদেশে থেকে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হতে পারবে না।

তাই তো দেখছি।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ (সা.) কে পাঠানো হয়েছিল পুরো পৃথিবীর জন্য। পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে উল্লেখ আছে- "আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)।

১৬। বাইবেলের পরীক্ষা

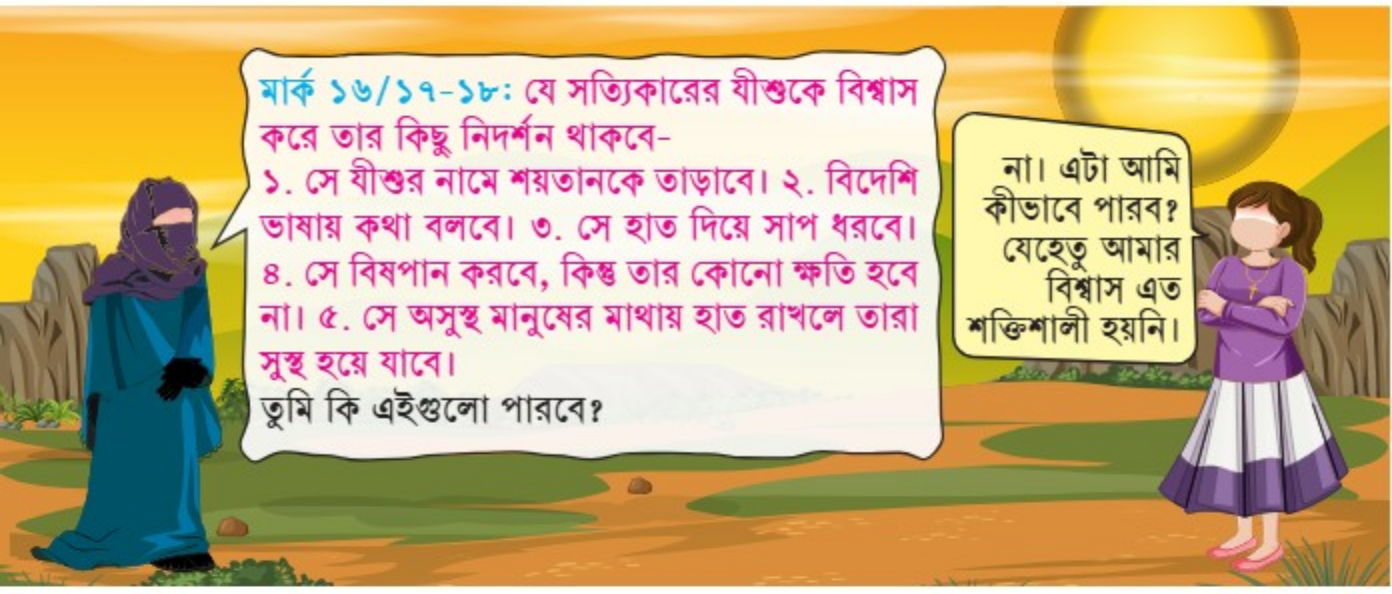
মার্ক ১৬/১৭-১৮: যে সত্যিকারের যীশুকে বিশ্বাস করে তার কিছু নিদর্শন থাকবে-
১. সে যীশুর নামে শয়তানকে তাড়াবে। ২. বিদেশি ভাষায় কথা বলবে। ৩. সে হাত দিয়ে সাপ ধরবে। ৪. সে বিষপান করবে, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হবে না। ৫. সে অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।
তুমি কি এইগুলো পারবে?
না। এটা আমি কীভাবে পারব? যেহেতু আমার বিশ্বাস এত শক্তিশালী হয়নি।

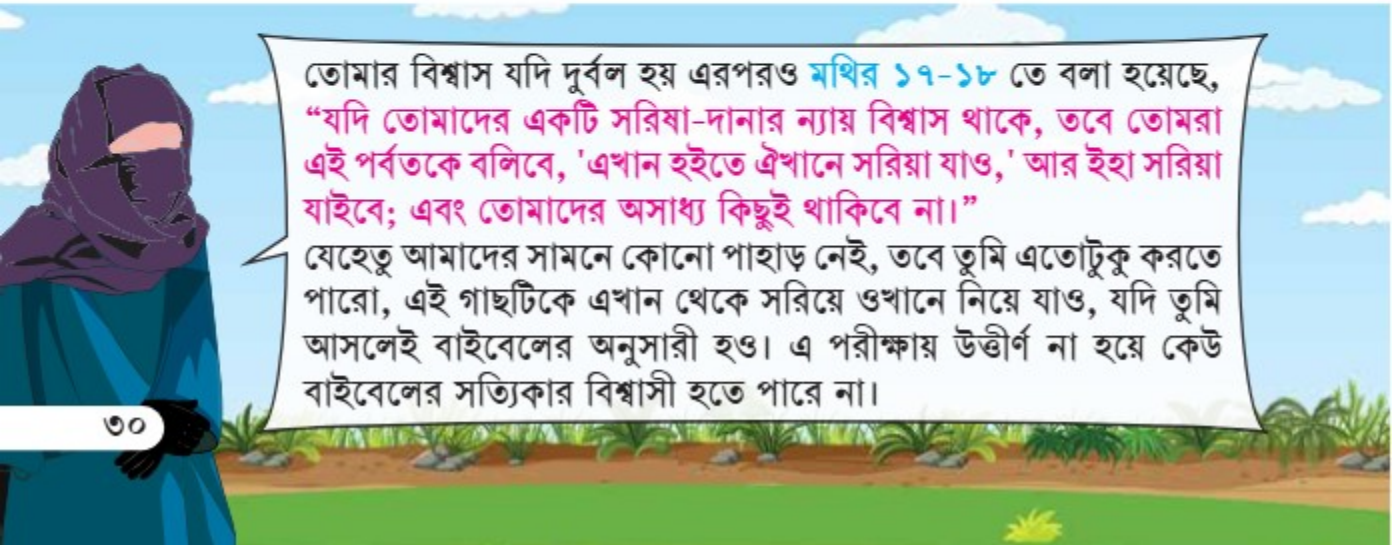
তোমার বিশ্বাস যদি দুর্বল হয় এরপরও মথির ১৭-১৮ তে বলা হয়েছে, "যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।"
যেহেতু আমাদের সামনে কোনো পাহাড় নেই, তবে তুমি এতোটুকু করতে পারো, এই গাছটিকে এখান থেকে সরিয়ে ওখানে নিয়ে যাও, যদি তুমি আসলেই বাইবেলের অনুসারী হও। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বাইবেলের সত্যিকার বিশ্বাসী হতে পারে না।

না বোন, এই তথ্যে ভুল রয়েছে। তোমাকে আমি সঠিক ব্যাপারটি বলছি। গ্রীক-রোমান পৌত্তলিক বা মূর্তি পূজারী যাদেরকে পেগান বলা হতো, এরা যীশুর জন্মেরও বহু আগে থেকে এই বড়দিন পালন করতো। ডিসেম্বরের শেষে ফসলের দেবতা স্যাটার্ন এবং সূর্য দেবতা মিথরা- এর পূজা উপলক্ষে ব্যাপক উৎসব করতো। অন্যদিকে সূর্য দেবতা মিথরার জন্মদিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। যে কারণে তারা এই ২৫শে ডিসেম্বরকে বছরের সবচেয়ে পবিত্র দিন হিসেবে গণ্য করতো। এবং এই দিন প্রকৃতি পূজার মাধ্যমে মিথরার জন্মদিন পালন করতো।

রোমান পোপরা পৌত্তলিকদের অনুসরণেই এই দিবসটি উৎযাপন শুরু করেন। এবং অবশেষে যীশুর আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার প্রায় ৪০০ বছর পর রোমান চার্চ ২৫শে ডিসেম্বরকে যীশুর আনুষ্ঠানিক জন্মদিন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এত বড় জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা কী করে করতে পারলো তারা?

কিন্তু আমি তো ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে সেদিন যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন।

২৫শে ডিসেম্বরে যীশু জন্ম গ্রহণ করেছেন এমন কোনো দলিল কোথাও নেই। যীশুর জন্মের সময় কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী গাছে পাকা খেজুর ছিল। খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালে। অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের গবেষণায় উঠে এসেছে যীশুর জন্মের সময় রাতের বেলায় বাহিরে ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছিল। শীতের দিনে ভেড়ার পাল বাহিরে থাকেনা। বরং গরম কালে বাহিরে চড়ে বেড়ায়। সমস্ত গবেষণায় প্রমাণ হয় যীশুর জন্ম হয়েছিল গ্রীষ্ম বা বসন্তকালে। কিন্তু কোনোক্রমেই শীতকালে নয়। আর ২৫শে ডিসেম্বর হলো শীতকাল।
খ্রিষ্টধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ বেনিডিক্ট সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর ঈসা মাসীহের জন্মদিন হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এছাড়াও, খ্রিষ্টান গবেষকগণ এ বিষয়ে একমত যে, যীশুর পরের ৩০০ বছর পর্যন্ত কোনো খ্রিষ্টান কখনোই যীশুর জন্মদিন পালন করেন নি।

বড়দিনের বড় দুটি প্রতীক হলো ক্রিসমাস ট্রি এবং “সান্তা ক্লজ” (SANTA Claus) ।
এই দুটি বিষয়ও এসেছে প্রাচীন পৌত্তলিকদের থেকে। প্রাচীনকালের উত্তর গোলার্ধের মানুষ খেয়াল করল যে, প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফ পড়লেও একটা গাছ বেঁচে থাকে। যার নাম ফার ট্রি। তারা মনে করে এই গাছের মধ্যে বিশেষ কোনো শক্তি আছে। যারা কারণে এই গাছের সাথে তারা বিভিন্ন তাবিজ-কবজ বেঁধে রাখতো। অনেক সময় গাছের উপর আলো জ্বালাতো এবং পূজা করতো। তারা বিশ্বাস করতো ফার ট্রিতে রাখা এই তাবিজ-কবজ তাদেরকে শীতের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এই ফার ট্রি থেকেই ক্রিসমাস ট্রির বিবর্তন ঘটে। ফার ট্রি রাখা হতো বাড়ির আঙিনায় আর ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে আসা হলো ঘরের মধ্যে আর তাবিজ কবজের পরিবর্তে বর্তমানে কৃত্রিম আপেল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মধ্যযুগে চার্চ অফ ইংল্যান্ড সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধারার খ্রিষ্টানবাদের চর্চা করতো। তারা ভালো করেই বুঝেছিলো ক্রিসমাসের নামে মূলত পেগানদের পূজা সংস্কৃতি খ্রিষ্টানদের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই ১৬৪৭ সাল পযন্ত ইংল্যান্ডে ক্রিসমাস উৎযাপন নিষিদ্ধ ছিল।

সারা বিশ্বে খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস ও প্রচার করেন যে, ক্রিসমাস-রাত্রিতে সান্তা ক্লজ প্রত্যেক খ্রিষ্টান বাড়িতে গিয়ে ক্রিসমাস ট্রির নিচে অথবা "ভালো" ছেলেমেয়েদের পায়ের মোজার মধ্যে উপহার রেখে আসে! মূলত সান্তা ক্লজ এর আসল নাম হলো সেন্ট নিকোলাস বা লোমশ শয়তান। সেন্ট নিকোলাস, গ্রিক দেবতা ব্যাকাস, স্যাটার্ন, মিথরা সবাইকে একসাথে বোঝানোর জন্য লম্বা দাড়িওয়ালা সান্তা ক্লজ এর রুপ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে SANTA শব্দটির অক্ষরগুলো একটু পরিবর্তন করলে হয়ে যায় SATAN বা শয়তান।
এভাবে বাচ্চাদের মাঝে শয়তানকে জনপ্রিয় করার একটা প্রচেষ্টা মাত্র এই সান্তা ক্লজ।
এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করে দেখা যেতে পারে।

১৮। হ্যালোইন

আচ্ছা আমাদের হ্যালোইন উৎসব সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে? এ বিষয়ে অনেকের অনেক ধরণের মতামত আছে শুনেছিলাম।

জি, আমি এই উৎসবের ব্যাপারে তোমাকে সঠিক তথ্যটি দিচ্ছি। হ্যালোইনও ছিল মূলত মৃতদের জন্য ইউরোপের প্রাচীন পৌত্তলিক বা পেগানদের একটা উৎসব। প্রাচীন পৌত্তলিকরা (মূর্তি পূজক) মনে করতো অক্টোবরের শেষ দিনের রাত সবচেয়ে খারাপ। এ রাতে সব প্রেতাত্মা ও অতৃপ্ত আত্মারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আর তাই পৌত্তলিকরা এই রাতে বিভিন্ন ধরনের ভূতের মুখোশ ও কাপড় পড়তো। তারা নির্ঘুম রাত কাটাতে আগুন জ্বালিয়ে মুখোশ পরে বৃত্তাকারে একসঙ্গে ঘুরতো ও মন্ত্র জপতো।
আর সময়ের পরিক্রমায় এই উৎসবই বর্তমানে 'হ্যালোইন' উৎসব হিসেবে পালিত হচ্ছে। অবশ্য অনেক খ্রিষ্টানই রয়েছেন, যারা একে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একে কোনো উৎসব হিসেবে বিবেচনা করেননা। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করা যেতে পারে।

১৯। হাজার হাজার খ্রিষ্টানের ইসলাম গ্রহন:

আয়শা: যখনই কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেছে তখনই তার অন্তরে ইসলামের আলো প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ খ্রিষ্টান ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তাই? তোমার কাছে এমন কোনো ঘটনার উদাহরণ আছে?

এমন ঘটনা অজস্র বার ঘটেছে বোন। আমি সম্প্রতি কয়েকজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরছি। এদের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তুলে ধরতে হলে একটা মোটা বই হয়ে যাবে।

সু ওয়াটসন থেকে খাদিজা ওয়াটসন:
বিখ্যাত খ্রিষ্টান পোপ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় সু ওয়াটসন কট্টর খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক ছিলেন। ধর্মতত্ত্বের ওপর পিএইচডি করতে গিয়ে তিনি মুসলমান হয়ে যান। সু ওয়াটসন ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন খাদিজা ওয়াটসন।

হিলারিয়ান হেইগি থেকে আব্দুল লতিফ:
যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি ফাদার হিলারিয়ান হেইগি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর হেইগি নিজের নামকরণ করেছেন আব্দুল লতিফ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তিনি আবারও ইসলামে ফিরে আসার অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'আমার ইসলাম গ্রহণ মূলত আবারও ইসলামে ফিরে আসার মতো। অনেকটা যেন, আমি আবার নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম।'

শত্রু খুঁজতে গিয়ে যখন আলোকিত হলেন:

সামি ফার্নান্ডেজ ছিলেন একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পান। এ প্রসঙ্গে সামি বলছেন, 'ইসলামী দর্শন সম্পর্কে লেখালেখির জন্য আমি ইসলাম ও এই ধর্মের নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কিত নানা বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় আমি এটা শিখেছিলাম যে, যদি শত্রুকে পরাজিত করতে চাও তাহলে তার সম্পর্কে সব কিছু জানতে হবে।' শত্রু হিসেবে ইসলামকে জানা শুরু করতেই তিনি ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে সামি বলেছেন, 'পবিত্র ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কেউ ভালোভাবে জানতে চাইলে কেবল অমুসলিম তথ্য-সূত্রের ওপর নির্ভর করে এটা জানতে পারবে না যে, এ ধর্ম সত্য বা খাঁটি ধর্ম। কারণ, ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিষ্টান আলেম বা পাদ্রিরা ও পশ্চিমা সরকারগুলো জনগণের কাছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরে না, বরং তারা বিশ্বনবি (সা.) সম্পর্কে নানা মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। তারা মুসলমানদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'জ্ঞানহীন' ও 'উগ্র' বা 'হিংস্র' মানুষ বলে প্রচার করে আসছে। কিছু সমস্যা ও বিদ্বেষের কারণে বা পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের ভেতরে যেসব যুদ্ধ ঘটে পাশ্চাত্য সেগুলোর জন্য ইসলামকেই অপবাদ দেয়। এভাবে তারা সত্যকে ঢেকে রাখে। কিন্তু সত্য-পিয়াসী ব্যক্তি মুসলমানদের কাছ থেকে ও তাদের বই-পুস্তক পড়ে সত্যকে জানতে পারে।

অনেকেই দেখছি তাহলে খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

জি, বোন। আমি আরো কিছু ব্যাপক আলোচিত ঘটনা বর্ণনা করছি।

গির্জা যখন মসজিদ:

কেনিয়ার পশ্চিম প্রদেশের খ্রিষ্টান পাদ্রি চার্লস ওকাওয়ানি ঠিক একইভাবে ইসলামকে জানা শুরু করার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কর্মস্থান 'ওহিয়ে এলাহি' গির্জার স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। পাদ্রি চার্লস ওকাওয়ানি নিজের নাম পরিবর্তন করে ইসমাইল ওকাওয়ানি রেখেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ইবরাহীম রিচমন্ড-এর ১০ হাজার খ্রিষ্টান অনুসারীদের নিয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ:

২০২৩ সালে হজ্জের সফরে নওমুসলিম ইবরাহিমকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হেরা গুহা সম্বলিত জাবালে নূর পর্বতের নিকটে একটি গাড়ি থেকে নেমে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে দেখা যায়। এসময় তাকে খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দিত দেখাচ্ছিলো।

সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখে ইসলাম ধর্মগ্রহণের আগ পর্যন্ত ১৫ বছর যাবত আমি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কংগ্রেশনাল গীর্জার ধর্মযাজক ছিলাম। ওই গীর্জার আওতায় আমাদের ১০ লক্ষ অনুসারী ছিল।

একদিন গীর্জার ছোট্ট একটি কামরায় ঘুমানোর সময় আমি দেখলাম, কেউ একজন আমাকে আহবান করছিল, তুমি তোমার অনুসারীদের সাদা পোশাক পরিধানের আদেশ দাও। তখন আমি বললাম, মুসলিমদের মতো? তখন লোকটি বলে উঠলো, হ্যাঁ। তখন আমি জেগে উঠি। আর মনকে সান্ত্বনা দিই যে, এটা নিছক একটা স্বপ্ন মাত্র।

কিন্তু না! স্বপ্নটি এরপরেও কয়েকবার দেখতে পাই আমি। প্রতিবারই স্বপ্নে আমাকে একই কথা বলা হতো। আর প্রতিবারই আমি তা নিছক স্বপ্ন বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু শেষবারের আহবানটি এতোই জোরালো ছিলো যে, আমার অন্তরের সকল সন্দেহ আর সংশয় দূর হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি যে আমাকে আমাদের অনুসারী সমেত ইসলাম গ্রহণের ঐশ্বরিক আদেশ দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম নিয়ে আরও জানতে শুরু করে বিস্ময়করভাবে স্বপ্নে পাওয়া বার্তা বাস্তবায়নের সংকল্প করি। নির্ধারিত দিনে গীর্জায় সমবেত অনুসারীদের সামনে উপস্থিত হই। আর আমার স্বপ্নে পাওয়া বার্তার কথা জানাই।

তিনি বলেন, আপনি কি জানেন আল্লাহ পাক কাজটি কতোটা সহজ করে দিয়েছিলেন? এর পরবর্তী সমবেত হওয়ার তারিখে তারা সকলেই নিজেদেরকে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত করে গীর্জায় এসেছিলো। সকলেই আমার সাথে একসাথে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

এসময় তিনি অত্যন্ত বিস্ময়, আনন্দ ও গর্ববোধ করে বলেন, আজ থেকে ঠিক ৩ মাস আগে গীর্জায় আমি শাহাদাত পাঠ করেছিলাম। পুরো গীর্জাও হাজার হাজার মানুষের শাহাদাতের আওয়াজে গুঞ্জরিত হয়েছিলো। হাজার হাজার অনুসারীদের সবাই আমার সাথে শাহাদাত পাঠ করেছিলো। আমরা সবাই খুবই আনন্দিত ছিলাম। সবাই নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছিলাম।

ইসলাম গ্রহণ, হজ্জে গমন ও জাবালে নূরে চড়ার ব্যাপারে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আরো বলেন, আল্লাহ পাক আমাকে এখন এই সুযোগ দান করেছেন। হয়তো এই সুযোগ আগামীতে আমি নাও পেতে পারি। হাজার খ্রিষ্টান সমেত ধর্মযাজক থেকে মুসলিম হওয়া ইবরাহীমকে কুরআনের এই আয়াত শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়।

যার অর্থ: **"আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পরিচালিত করেন। মানুষের জন্য আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"** [সূরা নূর, আয়াত-৩৫]

যে সাক্ষাৎকারের ভিডিওটা দেখলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না।

খ্রিষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ:

সাহাবিদের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন খ্রিষ্টান, তবে তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচক্ষণ।

কয়েকদিন পর মক্কার মুশরিকরা বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে অভিযোগ জানায়, তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি।

বাদশাহ নাজ্জাশী বিষয়টি জানার পর মুসলিমদের ডাকলেন। তিনি হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈসা (আ.) এবং তাঁর মা সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী?"

জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স.) -এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মারইয়াম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মারইয়ামের গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়।

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

এরপর নাজ্জাশী তাদেরকে বললেন, "তোমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা থেকে কি আমাকে কিছু শোনাতে পার?"

জা'ফর (রা.) কুরআনের সূরা মারইয়ামের ১-৩৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। সেসময় নাজ্জাশীসহ তার দরবারে উপস্থিত যেসব খ্রিষ্টান আলেম ছিলেন, তারা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

আমি নিশ্চিত আপনিও তেলাওয়াতটি আরবী ভাষায় শুনার পর চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না:

এরপরই সেখানে উপস্থিত অনেকেই ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। এমনকি বাদশাহ নাজ্জাশীও পরবর্তীতে ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যতা অনুভব করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সূরা মারইয়াম:

১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ ২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। ৩) যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। ৪) সে বলল: হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল হইনি। ৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে এক জন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। ৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। ৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি। ৮) সে বলল: হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। ৯) তিনি বললেন: এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন: এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। ১০) সে বলল: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নির্দশন দিন। তিনি বললেন তোমার নির্দশন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। ১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল: ১২) হে ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। ১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেযগার। ১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। ১৫) তার প্রতি শান্তি-যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। ১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। ১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। ১৮) মারইয়াম বলল: আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। ১৯) সে বলল: আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। ২০) মরিইয়াম বলল: কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ? ২১) সে বলল: এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাঁকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। ২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। ২৩) প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন: হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! ২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাঁকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। ২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। ২৬) যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। ২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল: হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। ২৮) হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। ২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল: যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? ৩০) সন্তান বলল: আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। ৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। ৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। ৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। ৩৪) এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। ৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন: হও এবং তা হয়ে যায়। ৩৬) তিনি আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁর এবাদত কর। এটা সরল পথ।

২০। আখিরাত

মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে অবস্থান করতে হবে অন্ধকার কবরে। যে কবরে ফেরেশতারা আমাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য আসবেন। আমরা যদি আল্লাহকে এক বলে এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে রাসুলুল্লাহ বলে স্বীকার না করি তবে কবর থেকেই আমাদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। যে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মানবে না সে হাশরের ময়দানে এত আফসোস করবে যে আফসোসের কারণে কেউ কেউ তার হাত কামড়ে খাওয়া শুরু করবে। কাফিররা ঐদিন চিৎকার করতে থাকবে, শুধু যদি একবার কালিমা পড়ে আসতাম তবে আজকে আমাদের এই অবস্থা হতো না। ঐদিন মানুষ তার দুনিয়ার জীবনের সমস্ত খারাপ এবং ভালো কাজ দেখতে পারবে।

যারা ইসলামকে মানেনি তাদের পরিণতি কী হবে?

যারা ইসলামকে মানেনি সবাইকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের আগুনের ভেতর যখন প্রচন্ড পিপাসা লাগবে তখন এমন গরম পানি এবং এমন কাঁটাযুক্ত ফল খেতে দেওয়া হবে যা খাওয়ার পর পেটের সমস্ত নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আবার মুহূর্তেই তাদেরকে সুস্থ করে দেওয়া হবে। তারপর আবার আযাব বা শাস্তি দেওয়া হবে। এভাবে চলতেই থাকবে। কাফিরদের কখনো মৃত্যু হবে না। তবে যারা মুসলমান হবে তাদের অপরাধের জন্য কিছুদিন সাজা ভোগ করার পর তারা আবার জান্নাতে চলে যেতে পারবে।

আচ্ছা, জান্নাত আসলে কী?

জান্নাত মানুষের জন্য উপহারস্বরূপ। যারা ইসলামকে মেনেছে তাদের জন্যই সাজানো হয়েছে জান্নাত। জান্নাতে মানুষের জন্য অফুরন্ত নিয়ামত বা পুরস্কার থাকবে। মানুষ যা কল্পনাও করতে পারেনি এমন সব নিয়ামত তাদেরকে দেওয়া হবে। দুধের নহর থাকবে, মধুর নহর থাকবে। আকাশে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, শুধু কল্পনা করবে যদি এই পাখিটার গোশত খেতে পারতাম। সাথে সাথে ওই পাখিটার গোশত রান্না হয়ে সামনে চলে আসবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) জান্নাতিদেরকে নিয়ে 'সূরা ইয়াসিন' তিলাওয়াত করে শোনাবেন। আর আল্লাহ তা'আলা 'সূরা আর-রহমান' তিলাওয়াত করে শোনাবেন। কতই না সুন্দর হবে সেই দৃশ্য!

এজন্য ইসলাম ছাড়া যদি কেউ অন্য কোনো ধর্ম মানে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ইসলাম বাদে বাকি সকল ধর্মই মানুষের তৈরি।

আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম হলো ইসলাম।" [আল ইমরান: ১৯]

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [আলে ইমরান: ৮৫]

২১। ইসলাম গ্রহণ

তুমি কি জানো কেউ যদি এখন স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান না মেনে স্বাধীনতার আগের পাকিস্তান বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবিধান মানে তবে তার শাস্তি কী হতে পারে?

তার শাস্তি হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি।

ঠিক বলেছ। একইভাবে যদিও আদম (আ.) , মুসা (আ.), ঈসা (আ.) সবাইকে আমরা নবি হিসেবে মানি কিন্তু শেষ নবি রাসুলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীতে চলে আসার পরে অন্য কোনো নবির কিতাব বা জীবন ব্যবস্থাকে মানা যাবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নতুন আর কোনো ধর্ম আসবে না। ইসলামই শেষ এবং চূড়ান্ত ধর্ম।

তাই? এ বিষয়ে তো জানতামই না।

জি, ঠিক তাই। মুহাম্মাদ (সা.) আমার, তোমার, সকলের নবি। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! ঘোষণা করে দাও, "ওহে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রাসুল।" [সূরা আরাফ: ১৫৮]

আমি এতোদিন ভুলের মাঝে ছিলাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এতো সুন্দর করে ঈশ্বরের কথাগুলো বর্ণনা করার জন্য। আমি খুব শীঘ্রই সত্য ধর্মে ফিরে আসবো।

বোন, সত্য গ্রহণে আর দেরি করো না। যে ব্যক্তি কালিমা স্বীকার করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে আমার পার্থিব কোনো লাভ নেই। আমি কখনোই চাই না আমার খুব প্রিয় বন্ধু হয়ে তুমি কোটি কোটি বছর অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলে শাস্তি পাও। আমি চাই আমার প্রিয় বন্ধুর সাথে একসাথে জান্নাতে থাকতে। তুমি আমার সাথে কালিমা পড়ে নাও, বোন। ইসলাম গ্রহণ করে নাও । এভাবে তুমি দুনিয়া ও পরকাল উভয় জীবনেই সফলতা অর্জন করবে।

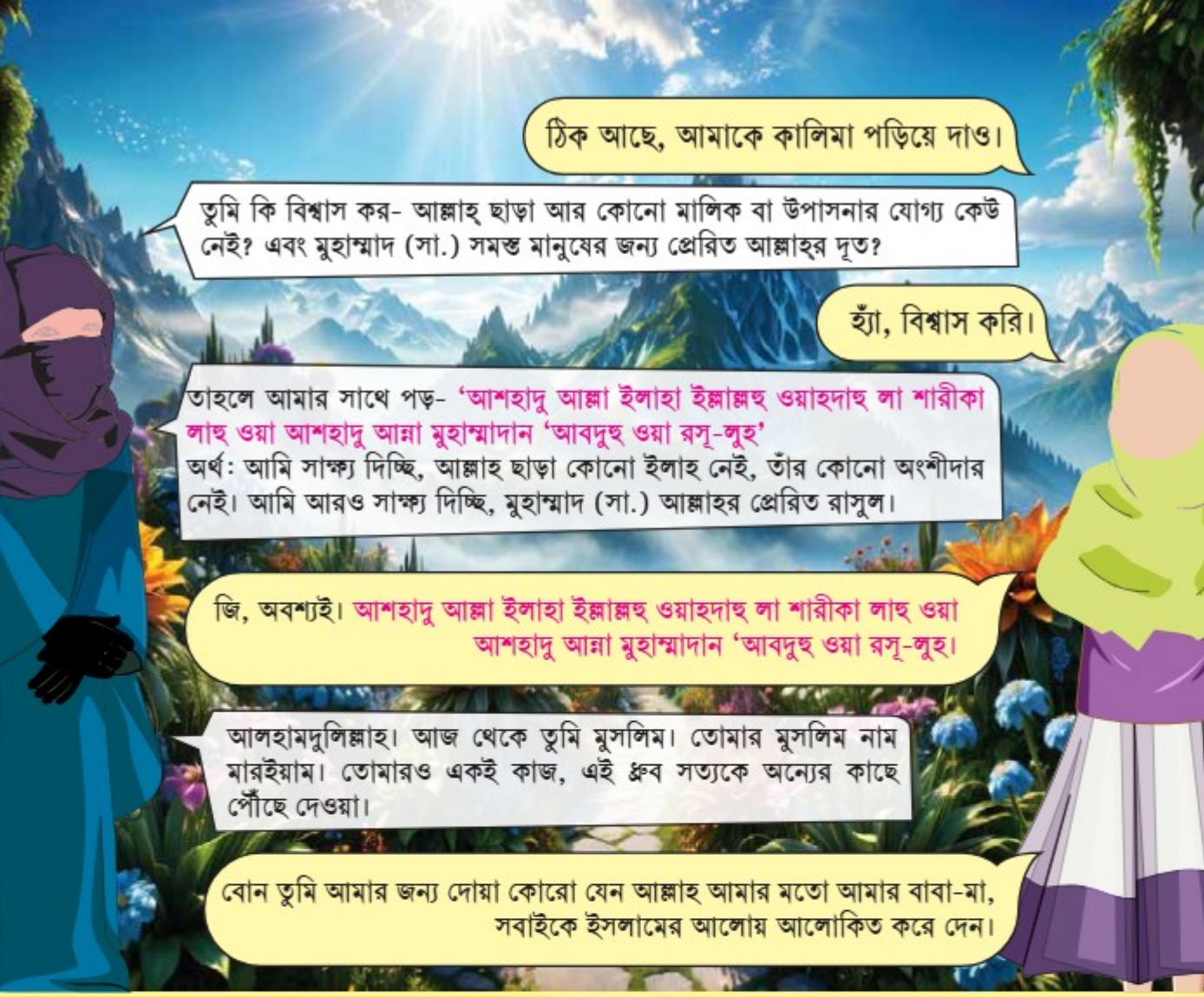
ঠিক আছে, আমাকে কালিমা পড়িয়ে দাও।
তুমি কি বিশ্বাস কর- আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মালিক বা উপাসনার যোগ্য কেউ নেই? এবং মুহাম্মাদ (সা.) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরিত আল্লাহর দূত?
হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।
তাহলে আমার সাথে পড়- 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূ-লুহ'
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।
জি, অবশ্যই। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূ-লুহ।
আলহামদুলিল্লাহ। আজ থেকে তুমি মুসলিম। তোমার মুসলিম নাম মারইয়াম। তোমারও একই কাজ, এই ধ্রুব সত্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
বোন তুমি আমার জন্য দোয়া কোরো যেন আল্লাহ আমার মতো আমার বাবা-মা, সবাইকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দেন।

১. ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাদৃশ্য: ড. জাকির নায়েক

২. বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল

৩. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ড: জাকির নায়েক

৪. আল কুরআন (বাংলা অনুবাদ সহ কুরআন পড়া অথবা তিলাওয়াত শোনার জন্য)

৫. এই বইয়ের ট্রেনিং অথবা আরও অন্যান্য তথ্যের জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন।

এই বইয়ের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়।